



প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে সংস্কার, সাত দিনেই উঠে গেল পিচ



ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রংপুর সফর উপলক্ষে সংস্কার করা রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের পিচ ও সিমেন্টের ব্লক সাত দিনও টেকেনি। কয়েক দিনের মধ্যেই পিচ উঠে গেছে, ভেঙে গেছে ব্লক, তৈরি হয়েছে গর্ত। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলোতে আবারও সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। এতে কাজের মান ও সরকারি অর্থের অপচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও চালকেরা।

মহাসড়কের পাগলাপীর থেকে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার অংশের মধ্যে প্রায় দুই কিলোমিটারে এ চিত্র দেখা গেছে।

গত ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর রংপুর সফরকে কেন্দ্র করে আগের চার দিন ধরে মহাসড়কের শতাধিক ভাঙাচোরা স্থান মেরামত করা হয়। পুরোনো ইটের পাটাতন তুলে নতুন সিমেন্টের ব্লক বসিয়ে তার ওপর পিচ দেওয়া হয়েছিল। তবে কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ব্লক ভেঙে যায় এবং পিচ উঠে গর্ত তৈরি হয়। শনিবার (২৪ অক্টোবর) সরেজমিনে এসব স্থানে আবারও মেরামতকাজ করতে দেখা যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার সংস্কার করা হলেও সড়কটি টেকসই হচ্ছে না। মাসে একাধিকবার গর্ত ভরাটের পরও কয়েক দিনের মধ্যে আবার তা তৈরি হচ্ছে।

হাজীপাড়া মোড়ের ব্যবসায়ী রাকিব ইসলাম বলেন, ‘সাত দিন আগেই সড়কের এই অংশের ইটের পাটাতন তুলে সিমেন্টের ব্লক বসানো হয়েছিল। নিম্নমানের কাজের কারণে সেগুলো ভেঙে গুঁড়া হয়ে গেছে। এখন আবার ঠিক করছে। স্থায়ীভাবে টেকসই সংস্কার কেন করা হয় না, সেটাই বুঝি না।’

বাসচালক আব্দুর রশিদ বলেন, ‘দুই নম্বরী কাজ করলে তো বারবার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাগলাপীর থেকে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত সড়কের খুবই খারাপ অবস্থা। এই অংশে দুর্ঘটনায় ঘটে। ভালো করে সড়কের কাজ করা দরকার।’

আগেও উঠেছিল অনিয়মের অভিযোগ

সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের ১৭ কিলোমিটার সংস্কারের কাজ ২৬ কোটি ৮৯ লাখ ৫৯ হাজার ৯৪৬ টাকায় পায় রাজশাহীর ডন এন্টারপ্রাইজ। ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার অংশে ডিবিএসটি পদ্ধতিতে সংস্কার করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, টহলরত সেনাবাহিনীর একটি দল প্রতি বর্গমিটারে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ৫ কেজি কম পাথর ব্যবহারের বিষয়টি শনাক্ত করে। এতে প্রায় ৩৬৫ টন পাথর কম ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। সংস্কার শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন স্থানে পিচ উঠে গর্ত তৈরি হয়। পরে সেগুলো ইট দিয়ে ভরাট করা হয়।

রংপুর সওজের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. কামাল পাশা বলেন, অতিরিক্ত ভারী যানবাহন চলাচল ও সড়কের নিচের দুর্বল ভিত্তির কারণে সংস্কার টিকছে না। তিনি বলেন, ‘এ সড়কের নিচের ফাউন্ডেশন খারাপ, তাই কোনোটিতে টিকতেছে না। এটা নতুন করে নির্মাণ ছাড়া কোনো বুদ্ধি নাই।’